# পরিকল্পিত ঢাকার জন্য ড্যাপ

## রেজাউল করিম সিদ্দিকী

নগর এলাকা একটি দশেরে অর্থনৈতকি চালিকাশক্তি। দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি গতিশীল হওয়ার পাশাপাশি দ্রুত নগরায়ন হচ্ছে। কিন্তু পরিকল্পিত নগরায়ন না হলে সেটি নাগরিক জীবনে বিপর্যয় নিয়ে আসে। বাংলাদেশের নগরায়নের যে চিত্র তার সিংহভাগই ঢাকা কেন্দ্রিক। স্বাধীনতার পরে দেশের রাজধানী হিসেবে ঢাকার জনসংখ্যা খুবই দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। ওয়ার্ল্ড আরবানাইজেশন প্রসপেক্ট ২০১৪ অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে ঢাকার জনসংখ্যা ২৭.৩৭ মিলিয়ন হবে বলে ভবিষদবাণী করা হয়েছে এবং সেসময় ঢাকা হবে পৃথিবীর ৬ষ্ঠ বৃহত্তম মেগাসিটি। ঢাকার এই অত্যধিক জনসংখ্যার মূল কারণ হচ্ছে বাংলাদেশের অন্যান্য সকল অঞ্চলের তুলনায় ঢাকায় অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং উন্নত শিক্ষা, চিকিৎসা ও অন্যান্য বহু আধুনিক সুযোগ-সুবিধার পর্যাপ্ততা। অর্থনৈতিক সুবিধা এবং উন্নত জীবনের আশায় গ্রামাঞ্চল থেকে মানুষ শহরমুখী হবেই, এটাই বাস্তবতা।

বিপুল জনসংখার এ মেগাসিটির জন্য মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী যে ধরনের পরিকল্পিত উন্নয়ন হবার প্রয়োজন ছিল উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে সম্পদের সীমাবদ্ধতাসহ নানাবিধ কারণে সে ধরনের উন্নয়ন প্রস্তাবনা বাস্তবায়িত করা সম্ভবপর হয় নাই। সে সময়ের ডিআইটি তথা বর্তমানের রাজউক কর্তৃক ১৯৫৯ সালে প্রণীত মাস্টার প্ল্যান যে জনবসতির ভৌত অবকাঠামো ও নাগরিক সুবিধাদি দিয়ে প্রণয়ন করা হয়েছিল একটি স্বাধীন দেশের রাজধানী ও তার বিপুল জনবসতির জন্য তা ছিল নিতান্তই অপ্রতুল। পরবর্তীতে এ বাস্তবতার আলোকে ১৯৯৫ সালে ঢাকা মহানগরীর জন্য তিনি স্তর বিশিষ্ট মহাপরিকল্পনা Dhaka Metropolitan Development Plan, DMDP (১৯৯৫-২০১৫) প্রণয়ন করা হয়, যার মধ্যে প্রথম দু'টি স্তর যথাক্রমে Dhaka Structure Plan(১৯৯৫-২০১৫) ও Dhaka Urban Area Plan(১৯৯৫-২০০৫) ১৯৯৭ সালে সরকার র্কতৃক অনুমোদিত ও গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। তৃতীয় স্তর র্অথাৎ Dhaka Detailed Area Plan, DAP(২০১০-২০১৫) ২২ জুন, ২০১০ সালে সরকাররে অনুমোদনক্রমে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। উক্ত মহাপরিকল্পনায় নির্দেশিত প্রস্তাবনার আলোকেই বর্তমানে ঢাকা মহানগরীর সকল উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছ। অন্যদিকে Dhaka Metropolitan Development Plan(DMDP) এর অধীন ঢাকা কৌশলগত পরিকল্পনার (Dhaka Structure Plan ১৯৯৫-২০১৫) মেয়াদে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত নির্ধারিত থাকায় এবং উক্ত পরিকল্পনাকে যুগোপযোগী ও হালনাগাদ করণের উদ্দেশে খসড়া 'ঢাকা কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১৬-২০৩৫' প্রণীত হয়, যা একটি ঊর্ধ্বতন নীতিনির্ধারণী পরিকল্পনা (Higher level policy plan) এবং উক্ত কৌশলগত পরিকল্পনার মেয়াদ ২০৩৫ সাল পর্যন্ত। বিদ্যমান Dhaka Detailed Area Plan, DAP (২০১০-২০১৫) এর প্রায়োগিক অভিজ্ঞতা ও নীতি প্রস্তাবনা পর্যালোচনা, খসড়া ঢাকা কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১৬-২০৩৫ এর নীতিমালা এবং সরকাররে অন্যান্য পরিকল্পনা, আইন ও বিধিবিধান পর্যালোচনার আলোকেই খসড়া ঢাকা ডিটেইল্ড এরয়িা প্ল্যান (ড্যাপ, ২০১৬-২০৩৫) প্রণয়ন করা হয়েছে।

এই পরিকল্পনায় শহররে সংজ্ঞা এবং এর মূল পরিচয় মানুষের বসতি ও আশ্রয়। আশ্রয় অর্থ যেখানে মানুষ বাস করে, কাজ করে এবং জীবনের সুযোগ ও সম্ভাবনাগুলোকে উপভোগ করে। শহররে অন্য ভূমকিা আর পরিচয়গুলোকে এখানে কোনোভাবেই অস্বীকার করা হয়নি, যেমন এর অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক বা প্রযোজ্য অন্য যে কোনো ভূমকিা। শুধু অগ্রাধিকারে একটু পরিবর্তন আনা হয়েছে। শহররে প্রধান পরিচয় যখন মানুষরে আশ্রয়, তখন খুব স্বাভাবিকভাবেই তার প্রধান কাজ নাগরিকের কল্যাণ নিশ্চত করা। বাকি সবকিছু, যেমন অর্থনীতি, প্রশাসন, অবকাঠামো সবকিছুর লক্ষ্য এই মূলকাজের সর্বোচ্চ সহায়ক ভূকিকা পালন করা।

ন্যায়সঙ্গত বা অর্ন্তভুক্তমূিলক (Inclusive) পরিকল্পনা ও প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সর্ম্পক পুনঃস্থাপন এই দুইটি মূলনীতিকে সামনে রেখেই মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছ। পরিকল্পনার নীতিগুলোর প্রধান লক্ষ্য মানুষরে জীবন ও জীবনমানের উন্নয়ন। তাই নীতিগত সিদ্ধান্ত, অবকাঠামোর পরিকল্পনা, প্রস্তাব—সবই এই লক্ষ্যকে অর্জনের জন্যই প্রণীত হয়েছে। একইসঙ্গে শহরের উন্নয়নের সূচকগুলোর (Development indicator) লক্ষ্য হলো মানুষরে জীবনে ও জীবনমানে আসলে কী গুণগত উন্নতি হলো তার পরিমাপ করা। এ পথ ধরেই সম্ভব নাগরিকের জন্য এক মানবকি শহররে পরিকল্পনা তৈরি করা। তার প্রেক্ষিতে এই মহাপরিকল্পনায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে যেমনঃ নিয়ন্ত্রিতমিশ্র ভূমি ব্যবহার (Guided Mixed Use) উৎসাহকরণ , জনঘনত্ব বিন্যাস পরিকল্পনা (Density Zoning), জলাশয় চিহ্নিতকরণ এবং নৌপথের সমন্বয়ে ব্লু নেটওয়ার্ক (Blue Network) প্রতিষ্ঠা, অবকাঠামোর সার্বিক রূপান্তরে 'নগর জীবনরখো'র (Urban Lifeline) প্রতিষ্ঠা, নিম্ন ও নিম্ন মধ্যবিত্তের আবাসনের বিধান পুনর্নির্ধারণ, ব্লকভিত্তিক আবাসন পদ্ধতি, সড়ক ও গনপরিবহণ (Public Transport) ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার প্রদান ইত্যাদি। ভবিষ্যতের এ সকল উন্নয়নে পর্যাপ্ত সবুজের সমারোহ, পানি নিষ্কাষণের ব্যবস্থা সর্বোপরি প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য অক্ষুন্য রেখে

এবং যানজট নিরসনের আধুনিক ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের নিশ্চয়তা থাকবে। এসকল উদ্যোগ ও প্রকল্পসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর পরিকল্পিত নগরায়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

যেকোন মহানগরীর পরিকল্পিত নগরায়ন নিশ্চিত করবার প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে একটি বাস্তবসম্মত, গ্রহণযোগ্য ও যুগোপযোগী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। যেকোন, যুগোপযোগী পরিকল্পনা প্রণয়নরে প্রথম ধাপই হলো বিদ্যমান সকল পরিকল্পনা ও বিধিবিধান পর্যালোচনা। তার প্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিক সকল পরিকল্পনা যেমন, বিশদঅঞ্চল পরিকল্পনা ২০১০, ডিএমডিপি কৌশলগত পরিকল্পনা (১৯৯৫-২০১৫), ডিএমডিপি আরবান এরয়িা প্ল্যান (১৯৯৫-২০০৫), ঢাকা কৌশলগত পরিকল্পনা (২০১৬-২০৩৫), ডিসিটিএ কর্তৃক প্রণীত কৌশলগত পরিবহণ পরিকল্পনা ২০০৬ এবং ২০১৫-২০৩৫, ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ড্রেনেজ এবং সুয়্যারেজ মাস্টার প্ল্যান, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা উত্তর এবং দক্ষিণ সিটিকর্পোরেশন অ্যাকশন এরিয়া প্ল্যান, Flood Action Plan (FAP টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য SDG), প্রেক্ষিতপরিকল্পনা ২০২১, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, খসড়া আরবান সেক্টর পলিসি ২০১১ সহ আরও অন্যান্য পরিকল্পনা, আইন এবং নীতিমালার পর্যালোচনা করা হয়েছে।

এই পরিকল্পনাটি প্রণয়নে মোট পাঁচটি ধাপ অনুসরণ করা হয়েছে প্রারম্ভিক ধাপ (Inception Phase), জরিপকার্য (Survey Phase), অন্তর্বর্তীকালীন ধাপ (**Interim Phase**), খসড়া পরিকল্পনা ধাপ (**Draft Plan Phase**), ও চূড়ান্ত পরিকল্পনা ধাপ (**Final Plan Phase**) - যা র্বতমানে চলমান। প্রতিটি ধাপে খসড়া প্রতিবেদন তৈরির পর তা সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার প্রতনিধিসিহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনরে সমন্বয়ে গঠতি ৩৯ সদস্য বিশিষ্ট কারগিরি ব্যবস্থাপনা কমিটির (**Technical Management Committee/TMC**) সামনে উপস্থাপন ও তাদরে মতামতের ভিত্তিতে পরামর্শক্রমের পর চূড়ান্ত করা হয়েছে। খসড়া পরিকল্পনাটি কমিটিতে উপস্থাপন ও সদস্যদের লিখিত মতামতের ভিত্তিতে হালনাগাদ করা হয়।

এছাড়াও সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণরে লক্ষ্যে বিভিন্ন স্তরে মতবিনিময় সভার মাধ্যমে বিশদঅঞ্চল পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। বিগত ০৬ সেপ্টেম্বর, ২০২০ হতে ০৩ জানুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত জনসাধারণরে মতামত, আপত্তি ও পরামর্শের জন্যে খসড়া বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনার উপর গণশুনানি অনুষ্ঠতি হয়। খসড়া বিশদ পরিকল্পনার উপর গণশুনানি থেকে প্রাপ্ত মতামত, বিভিন্ন পেশাজীবী ও অন্যান্য অংশীজনরে সাথে মতবনিমিয় সভা থেকে প্রাপ্ত মতামত পর্যালোচনা করে প্রতিবেদনটি হালনাগাদকরণ করা হয়েছে।

অপরিকল্পিত ও অপরিণামদর্শী নগরায়নের ফলে পরিবেশ বিপর্যয়সহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি মোকাবিলায় কার্যকর কৌশল নির্ধারণের পাশাপাশি সকলকে সচেতন হতে হবে। নগরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও দ্রুত নগরায়নের সাথে সাথে পরিকল্পিত নগরী নিশ্চিত করা জরুরি হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্ব ও সঠিক দিকনির্দেশনায় নিরাপদ ও বাসযোগ্য ঢাকা শহর প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা ইতোমধ্যহে নানাবিধ উদ্যোগ/কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে, সরকারের এই ধারাবাহিকতার সুফল দেশবাসী পেতে শুরু করেছে। অপরিকল্পিত নগরায়ন রোধ করে সকল সমস্যা থেকে নগরবাসীকে মুক্ত করতে সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই যানজট, জলাবদ্ধতা, নদী দূষণ, আবাসন সমস্যা, বিদ্যুৎ সমস্যা দূরীকরণসহ অন্যান্য সমস্যা নিরসনে এবং নাগরিক সুযোগ সুবিধার প্রসারে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে এবং ইতোমধ্যেই উল্লেখযোগ্য কিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। আর এই উন্নয়নের সুফল বহুলাংশে উপভোগ করছে ঢাকাবাসী।

সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সকল সমস্যার সমাধানপূর্বক আগামী প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য ঢাকা মহানগরী গড়ে তোলা সম্ভব। তাই ডিটেইল্ড এরয়িা প্ল্যান (২০১৬-২০৩৫) প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সকলরে সর্বাত্তক সহযোগতিা ও অংশীদারিত্বের মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসা দরকার।

#

৩০.০১.২০২২ পিআইডি ফিচার